তারিখ: ৬ মার্চ ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০১০ সালে পুরান ঢাকার নিমতলীতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গৃহিত পদক্ষেপের প্রতিবেদণ জমা দেবার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ

গত ০৩ জুন ২০১০ ইং তারিখে ঢাকা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ নবাবকাটারা (নিমতলী) এলাকায় কেমিক্যাল গুদাম থেকে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১২৪ জনের প্রাণহানি ঘটে। নিমতলী অগ্নিকান্ডের ঘটনার পূনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরান ঢাকার পুন: উন্নয়ন নিশ্চিত করার নির্দেশনা চেয়ে ব্লাস্ট সহ ৫টি মানবাধিকার সংগঠন (বেলা, আসক, ব্র্যাক, এবং ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ) এবং পুরাতন ঢাকার একজন বাসিন্দা মহামান্য হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থে মামলা দায়ের করেন (রীট পিটিশন নং ৪৯১৯/২০১০)। ১০ জুন ২০১০ ইং তারিখে শুনানী শেষে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ ইমান আলী এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান এর সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ সিটি করপোরেশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার সহ বিবাদীদের প্রতি কেন তাদেরকে শহরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা প্রতিরোধে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে পুরান ঢাকায় জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং অননুমোদিত ভবন নির্মাণ ও অননুমোদিতভাবে গুদাম/ রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম/শিল্প কারখানা হিসেবে ভবন ব্যবহার এবং ভবনে দাহ্য পদার্থ অথবা পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য বা যে কোন ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবেনা সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন।

সেই সাথে মহামান্য আদালত অন্তর্বতীকালীন আদেশে
(১)নিমতলী এলাকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনার কারন অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা, (২) ঢাকা শহরের অননুমোদিত ভবন নির্মান, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদাম সহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থের কারখানা সনাক্ত করার জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স এর রিপোর্ট প্রদান, (৩) ঢাকা শহরে কোন্ কোন্ স্থানে অগ্নিনির্বাপনের জন্য জলাধার স্থাপন করা প্রয়োজন এবং কতদিনের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে সে সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান এবং (৪) অগ্নিনির্বাপন প্রতিরোধের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, সে সাথে ঢাকা মহনগরীর বিভিন্ন ভবনে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন নিশ্চিত করা এবং অগ্নিকান্ডের সময় জরুরী বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য ৩ মাস সময় নির্ধারণ করে দেন।

আজ ৬ মার্চ ২০১৯ ইং, সম্প্রতি চকবাজারে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় উল্লেখিত মামলাটি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরী এবং মোঃ আশরাফুল কামাল সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চে শুনানী হয়। মাননীয় আদালত মামলাটির ১১ এপ্রিল ২০১৯ চুড়ান্ত শুনানীর জন্য দিনধার্য করেন। সেইসাথে উল্লেখিত মামলায় অন্তর্বতীকালীন ৪ টি আদেশের প্রেক্ষিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্তে সরকার পক্ষের বক্তব্য আদালতে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল না করলে বিবাদীগন ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবে বলে মহামান্য আদালত উল্লেখ করেন। আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটির শুনানী করেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং সাথে ছিলেন এডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং ব্যারিস্টার জেনিফার জব্বার।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

আসমাউল হোসনা, কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট
E-mail: asma@blast.org.bd

এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান, উপদেষ্টা (সুপ্রীম কোর্ট সেল), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭১৬৮৪৬৪৯০, E-mail: obaid.rahman67@gmail.com

এডভোকেট মো: শাহীনুজ্জামান, আইনজীবী, এএসকে
মোবাইল নং: ০১৭১২৮৪১৩৭৩, E-mail: shahin.kst@gmail.com